ভারত-উদ্ধার।

অথবা

চারি আনা মাত্র।

(ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা)

শ্রীরামদাস শর্ম্ম-

বিরচিত।

One must understand a thing to be able to enjoy it'

Every man is a caricature of himself when you strip him

পঞ্চম মুদ্রণ ;—(পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

কলিকাতা, ২১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট.

মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

৯৮ হেরিসন রোড, হরসুন্দর মোসন প্রেসে

শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

ভারত-উদ্ধার।

প্রথম সর্গ।

গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি
কমল আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা হুকা তাকিয়ার ঠেস
উৎসর্জি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ—
তৈলহীন, সলতে হীন, আভাহীন এবে—
জ্বালাইল পুনর্ব্বার, উজলিয়া মহী।
বোনেদি ভারত কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেতপদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীশে, নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোর-স্থান নিষ্কাশিত করি,
হোমর-কঙ্কালে আসি সেলাম ঠুকিয়া,
শীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্ত্তা; কিন্তু নবাকবিদল-উৎপীড়নে

আছে কি না আছে তা'রা এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে ; (এত অত্যাচারে
জীয়ন্ত মরিয়া যায়, তা'রা ত মা মরা !)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ-ধ্যান মাতঃ বর্দ্দাস্তিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া,
মূর্ত্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,
বাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব-বাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়া তার
সফল কর মা জন্ম, তোমার, আমার।

কালেজের পড়া শুনা সব করি' শেষ
ছু মাস ছ' মাস ধরি' আফিশে আফিশে
নিতি নিতি যাই আসি ; কিছুই না হয়।
শুক্ল-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,
ধূলি ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,
ফেকো উঠিতেছে মুখে সাধি' জনে জনে
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
খাবার কি আছে কিছু? জিজ্ঞাসা করিনু।
"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পুরিয়াছে মোর ;

আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নহিলে কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি' দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ!
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"
না কহিলে নয় কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল;
ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।
তখন তিলার্দ্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পারি'
পলাইনু নিজ ঘরে! অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত,
বর্ত্তমান হেন;—কিসে ভারত-উদ্ধার
কবে হৈল কোন মতে কাহার দ্বারায়।
স্মরি স্বর্গীশ্বরী সরস্বতী সবিনয়ে,
গাইতে কহিনু তাঁরে উপর্য্যুক্ত মতে।

আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন;—
"কেন বৎস, গুণনিধি কৃতীকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ?
হইল বয়স কত, বার্দ্ধক্যে জরায়

অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,
বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলী কম্পিত হয় ; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরিতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হদদদ হয়।
আর কি সে দিন আছে ? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন ;
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাওরে অবাধে।
ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয়
ফুংকারে তোমার সব হয় জড় সড় ;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও সঙ্গীত ;—
আমা হ'তে পুত্র বড় হইয়াছ তুমি।
দেবের মরণ নাই তাই বেচে আছি,
নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিত্তে হয় বল ? কবে ফুরাইবে,
দশদিক্ অন্ধকার করি চলি যাবে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।
তুমিই গাও রে গীত, ওরে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে প্রস্তাবনা নাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ।

একদা আষাঢ় মাসে, আষাঢ়ান্ত দিন,—
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়—
কত কষ্টে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল।
মৃদুল মলয় বায়ু, পরিমল বহ,
বঙ্গোপসাগর-নীর-শীকরেতে তনু
সিক্ত করি, ধীরি ধীরি মহানগরীতে
আসিয়া পৌঁছিল; তথা, চতুরঙ্গী পল্লী
ঘর ঘর ফিরি, যথা যত পরিমাণে
শৈত্য কি সুগন্ধ লাগে, বাটি বাঁটি দিল।
পরিমল বিতরণে পবনের ভার
লঘু না হইল কিন্তু; অঙ্গারাম্ল বাষ্পে
পূরিত হইয়া পুনঃ উত্তরে পশিল;—
হায় যথা গোপবধূ এক কেঁড়ে দুধ
পানা পুকুরের জলে সমান রাখিয়া
যোগাইয়া ফেরে বঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।

অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি,
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব, বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি-তটে;
—যথা সুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়,

ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দন কাননে।
ভাবিছে বিপিন ;—"হায়! গত কত দিন
এই ভাবে ; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ কতকাল রবে,
বঙ্গবাসী-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ?
আমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ ;
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন রবে!
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে,
দশের মুখের গ্রাস, কাড়িয়া লইল,
পাপিষ্ঠ ইংরেজ ; পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
ছুতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধিল!
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানামতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে

জাগাইতে গেনু—ওমা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তাও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য
পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এ সব ফেলিয়া, দূর দেশান্তরে যাই,
তাও ত পারি না প্রাণ থাকিতে এ দেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
'লাট"-পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না,
অসহ্য হতেছে ক্রমে রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হল রসাতলে;
রুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ,লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই, দণ্ডে.বটি করি করে
—হায় রে লজ্জার কথা, অন্য অস্ত্র নাই!—

—হায় রে দুঃখের কথা অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসী-দেহে।—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
স্তম্ভিত বিপিন ; মুখে এক মাত্র বোল
—"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
বাম-জুতাতলে ক্ষিতিতল সংঘর্ষণ
করিতেছে বিপিন দ্রৌপদী-পরাক্রমে
—না সম্ভবে বাঙ্গালীর ভীম-পরাক্রম—
সঘনে "বঁটায়" যত "পাষণ্ড ইংরেজে।"
বিপিনকৃষ্ণের বাহু বিষম ঢুলিছে,
লাটিম ছাড়িছে যেন কল্পনার বলে,
মুখে শুধু "বটাইছে পাষণ্ড ইংরেজে"
বিপিনের তদাতন মুখের ভঙ্গিমা,
অন্ধকার হেতু নাহি পারি বর্ণিবারে
—হায় রে কল্পনা-নেত্র নাহিক আমার—
কিন্তু অনুভবে বুঝি, দন্তকিটিমিটি,
অধর দংশন, আর ললাট কুঞ্চন
কিছু কিছু ছিল, যবে বলিছে বিপিন
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
কামিনীকুমার প্রিয়বন্ধু বিপিনের
হেন কালে চুপি চুপি তথা উপনীত
দেখিয়া বন্ধুর ভাব পশ্চাতে পশ্চাতে

অগ্রসরি, সমীপেতে গিয়া বিপিনের,
হস্তিল তাহার স্কন্ধ; চমকি বিপিন,
ভাবিয়া পুলিশ, আর না চাহিয়া ফিরে,
উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িবারে পাইল প্রয়াস।
দৌড়িছে বিপিন; আর, কামিনীকুমার
আশ্বাসিতে বন্ধুবরে দৌড়িছে পশ্চাতে।
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদের শর
—নশ্বর আশুগ শর—মৃগেন্দ্র পশ্চাতে
তাড়া করি ধরে, বিন্ধে, জরজরি পাড়ে
মৃগরাজে ভূমে, হায় তেমতি কামিনী
সে করাল সন্ধ্যাকালে গোলদীঘি ঘাটে
পাড়িলা বিপিনে, আর মড় মড় রড়ে
ধপাৎ করিয়া তার উপরে পড়িলা।
বিপিন, অসিত-কান্তি, হেঁটমুণ্ড ভূমে
গৌরাঙ্গ কামিনী সহ যায় গড়াগড়ি;—
কবির উপমা-ক্ষেত্র—মার্গশীর্ষে যেন
দূর্ব্বাদলে সেফালিকা রাশি রাশি পড়ি;
অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গ গোধূলির আগে
স্বর্ণকান্তি তপনের কিরণে মণ্ডিত;
কিংবা যথা সুধাকর,কৃষ্ণা ত্রয়োদশী-
শিরে দেয় কুতূহলে কৌমুদী ঢালিয়া।
কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ,

—লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।
আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন রহিত,
নাসায় নিশ্বাসবায়ু বহে কি না বহে।
গা ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিলা কামিনী,
চিতাইলা বন্ধুবরে, তীর্থ একদেশে
টানিয়া, তুলিয়া কিংবা, শোয়াইলা তারে
উড়ুনীর উপাধানে, গলার বোতাম
পিরাণের খুলে দিয়া ব্যজনিল তায়,
আনিয়া শীতল বারি খুঁট ভিজাইয়া
সিঞ্চিলা বিপিন-মুখে ; সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিয়া বিপিন তবে, নড়িলা চড়িলা।
কহিল কামিনী—"কেন ভাই এত ভয় ?
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাধিলে লড়াই আজি দুশ্‌মনের সনে
তুমি অগ্রবর্ত্তী হবে ; দেশের কল্যাণে
মুণ্ড দিতে মুণ্ড নিতে ভয় নাহি পাও ;
তবে এ নগরমাঝে, জাগ্রত সকলে,
সিপাই সন্তরী হেথা ইঙ্গিত করিলে,
কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে ?
পড়া শুনা করিয়াছ, ভূত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভরসা,

সাগর লঙ্ঘিতে পারি গোষ্পদে ডুবিলে ?
তবে ত ভারত মাটী, ইংরেজের (ই) জয় !"
আশ্বাসিলা, বিলপিলা, হেন মতে যদি
কামিনী-কুমার, স্বর পরিচিত বুঝি,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল ভরসা,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জ্বলিল অনল
—ইংরেজনিধন যাহে, ভাগ্যের লিখনে।
সাহসে বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলা,
কামিনীরে বুঝাইলা মাথার ব্যারাম।
পুনঃ দোঁহে ধরাধরি দোঁহাকার হাতে,
চলিলা নিভৃতে সেই দীঘির ভিতর।
কামিনী বিনয়ে অনুরোধিলা বিপিনে
বিশেষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ।—
"কি হেতু একাকী আসা, কিবা সে ভাবনা
হস্তের ঘূর্ণন যাহে, পদ বিক্ষেপণ ;
সহসা আগ্নেয় গিরি কেন উৎপাতিল,
সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন বা ছুটিল ;
গভীর জীমূতমন্দ্র হতেছিল কেন ;
ইংরেজ নিপাত শীঘ্র বুঝিনু নিশ্চিত।"
বহুক্ষণ দুই জনে হৈল কাণাকাণি,
বহু ভাবে বহু কথা বিচার করিলা
বন্ধুদ্বয় ; ভারতের ভাবনা ভাবিয়া

বিসর্জ্জিলা অশ্রুনীর ; সিদ্ধান্ত হইল
বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্যহানি তায়।
কহিলা বিপিন, "আর বিলম্ব না সহে,
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয়।
—ভারত উদ্ধার কিংবা সভার বিলয়।"
দুই বন্ধু দুই দিকে করিলা প্রয়াণ,
নিজ নিজ ঘরে ভাত খাইলা দু জনে
"ভারত উদ্ধার প্রাতে"—ভাবিয়া শুইলা।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে সঙ্কল্পো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তৃতীয় সর্গ।

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত,
এ তিন প্রহর গেল জনমের মত,
অনন্ত কালের অঙ্গে মিশাইল কাল,
আহৃত সিকতা-মুষ্ঠ স্তূপে মিশাইল।
কোথা পূর্ণবয়া পুত্র, ধার্ম্মিক পণ্ডিত,
ত্রিভুবন আন্ধারিয়া, জননীর ক্রোড়
শূন্য করি, অক্রবাণ শিশুরে ফেলিয়া,
পতির চরণ ভিন্ন গতি নাহি যার,
এ হেন বধূরে করি চির অনাথিনী
ভুলিল সকল মায়া নিষ্ঠুরের প্রায়,
মুচাইতে অশ্রুনীর না চাহিল ফিরে।
বিচারমন্দিরে কোথা—ধর্ম্মাধিকরণে—
রাজস্ব, পৈতৃক ধনে, হইয়া বঞ্চিত,
ভিক্ষাভাণ্ড ভিক্ষিবারে পশিল সংসারে
কোন মহাজন,—ন্যায়-কূটের প্রসাদে।
অদোষ, অপাপ, কোথা, না জানি না শুনি,
চক্রান্ত-অনলে দিছে জীবন আহুতি,
মূর্ত্তিমান যমরাজ নররাজে দেখি।
কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত সম ?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—

একটী একটী করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে, হায়! পারিনি ফিরাতে!
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই,
সুখের শৈশব, তবে চাহি না কি আর?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহ,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায়?
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোত সম?
তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত।
নগরে আফিশ-মুখে গাড়ী ঘুড়ী কত
ছুটিল ঘর্ঘর করি, প্রস্তরিত পথে।
"দাণ ধকা, বাম ধকা, ধাই কুড়ু" করি,
উড়ে মেড়া ছুটে কত "পাল্‌কি" লইয়া।
ক্রমে ঠন্ ঠন্ রবে চারিটা বাজিল।
আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোণা-ধরা, বালি-চূণ-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায়,—
শোভিছে সুরম্য; রাজপথের উপরে

আঁকা বাঁকা উচু নীচু কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী—
আবৃত অলিন্দ তার ম্লানভাবে ঝুলি,
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট,
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত কচিৎ।
উপরে সুন্দর ঘর দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট।
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার,
সারি সারি সুসজ্জিত ; পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান ; মধ্যস্থ টেবিল,
কালের করাল চিহ্ন দেখাইছে দেহে।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া,
বিলম্বিত টানা পাখা, চীর-আবরিত ;
পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ,
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে।
এ হেন মন্দিরে "আর্য্য-কার্য্যকরী সভা"
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ!
ধন্য অনুরাগ! যাঁহে এ প্রাণ সঙ্কটে,
স্বদেশ-বাৎসল্য-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া,
ভারত-কল্যাণে হেথা সশরীরে আসে।
চারিটা বাজিবা মাত্র এক দুই ক্রমে,
পঞ্চ সভ্য উপস্থিত সভার মন্দিরে।

আরব্ধ হইল কার্য্য ; গতোপবেশনে,
কে কে উপস্থিত ছিল, কি কার্য্য সম্পন্ন,
কি প্রস্তাব হয়েছিল, কে বা দ্বিতীয়িলে,
ঐকমত্যে উচ তাহা হইল কেমনে,—
রীতিমত বিবরিত, হৈল দৃঢ়ীকৃত,
সভ্যদল-সম্মোদনে, আদ্যের সভায়।
উঠিল বিপিন তবে চেয়ার ছাড়িয়া,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ক্যাকোচ সুস্বরে,
উঠন্ত বিপিনে ধন্যবাদিল চেয়ার।
কহিলা বিপিনকৃষ্ণ সম্বোধিয়া সবে,—
"ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ,
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
বাঞ্ছি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব ;
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু ;
যে প্রস্তাবে নির্ভরিছে সবার কল্যাণ ;
দেহ প্রাণ নিজ হবে, রবে বা পরের
চির-জন্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে ;
ভারত আপন ভার, পারে কি না পারে,
লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে ;
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ নির্ভরে সকল—
আমাদের, বাঙ্গালার, ভারতের ভাবী।"
নিস্তব্ধ সকল সভ্য, বিস্ফারিত আঁখি

এক ভাবে সংগ্রথিত বিপিনের মুখে ;
নিস্তব্ধ সে সভাতল,—নড়িলে গোধিকা,
শব্দ তার শুনা যায় বিনা আকর্ণনে।
ত্রিলোকের একমাত্র শ্বাস হয় যদি,
সেই এক শ্বাস রোধি ত্রিলোক-নিবাসী,
আরম্ভে কুম্ভক যোগ, একাসনোপরি,
নদ নদী বদ্ধস্রোত, না সঞ্চরে বায়ু,
গ্রহ উপগ্রহ নাহি করে চলাচল,
তথাপি না হয় স্তব্ধ সভাতল সম।
চলিলা বিপিন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তরে যত ;—যথা পুরাকালে,
প্রকাশিলা মুনিগণ দুঃখ, এই বলি,
'হায় রে ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত গুহায়'—
যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে, বিষয়ের গুণে,
বাগ্মিতার প্রয়োজন না হইবে কভু,
মরমে পশিবে বস্তু জরজরি তনু।"
করতালি পদতালি সঘনে সভায়,
বৈশাখের মেঘে যেন করকা নির্ঘোষ।
পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আরম্ভিলা কথা,—
"ইংরেজের অত্যাচার নহে অবিদিত,

কাহার এ সভাক্ষেত্রে, বিস্তার বিফল,
তথাপি মরম-দুঃখ চরম যাহাতে,
গন্তব্য-উল্লেখ তার না করিয়া আগ্নি,
পারিনা গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার ;
বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যার,
নিয়ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাইছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ হেন সঙ্কীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব, বল কোন্ অপমান,
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে,
হৃদয় থাকে হে যদি ? শোণিত তাহাতে
জমিয়া না থাকে যদি দধির মতন,
—শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর যাহা দুগ্ধের বিকার ?
এ নিগড় খুলিবে না, দুলিতে দেহের
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ ?" পুনঃ করতালি।
"নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে,
ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও ঘৃণা যদি থাকে,
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে,
যেই শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে।
—অসাধ্য বোঁচায় আর না নিন্দিবে কেহ।

হায় ঘৃণা ! হায় লজ্জা ! হা ধিক্ ! হা ধিক্ !
হা কষ্ট ! হা দুরদৃষ্ট ! ভাগ্য ভারতের !
চীৎকারিছে দিবানিশি কবি, নাট্যকার,
তবু না ভাঙ্গিল ঘুম, অকাল কুষ্মাণ্ড,
কুম্ভকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের তরে !
বিলম্ব না সহে আর"—বলিতে বলিতে,
ভীমবেগে কটীতটে কোঁচার কাপড়,
জড়ায় বিপিনকৃষ্ণ, সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কসিল।
হইয়া সহজ পুনঃ কহিলা বিপিন,—
"বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আর নাট্যকার, যে দিন লেখনী
ধরিয়াছে সেই দিন হইতে তটস্থ,
কম্পমান কলেবর, ইংরেজের কুল।
ভাব ত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি !—"

বিপিনের কথা শেষ হইবার আগে,
উঠিলা সুরেশ ;—"যদি বাধা দিতে পাই
অনুমতি, প্রশ্ন এক সুধাই এস্থলে।
স্বীকার, ইংরেজ-কুল-কাপুরুষ বটে ;
স্বীকার, ইংরেজ যেন অত্যাচার করে ;
সম্মত হইনু যেন দূরিতে ইংরেজে ;

নাহি যে শরীরে বল, তার কি উপায়?
সংখ্যায় কজন হবে বিদ্রোহীর দল?
কিংবা যেন স্বেচ্ছা-বশে ভারতে ত্যজিয়া
ইংরেজ চলিয়া গেল আপনার দেশে,
তখন কোথায় রবে ভারত-রাজত্ব?
হিমালয় কুমারিকা কেন রবে এক?
কে হবে ভারতপতি, হিন্দু কি যবন?
পঞ্জাবী কি মহারাষ্ট্রী, সিন্ধিয়া নিজাম?
কে রক্ষিবে বহিঃ-শত্রু-আক্রমণকালে?
দস্যু ঠগ নিবারণ কে করিবে তবে?
কে রাখিবে ধন, প্রাণ, সতীর সতীত্ব?
পথ ঘাট বাঁধাইয়া কে দিবে তোমারে?
করকচে গলা মাটী দেখিতে কুৎসিত,
রুচির লবণ কোথা পাইবে তখন?
কি খাইবে, কি পরিবে, বল দেখি ভাই?
এ সব ভাবনা আগে ভাবিতে উচিত।
ইংরেজ যাইতে যদি চাহে এই ক্ষণে,
পায়ে ধরি দশ যুগ রাখিবারে হবে,
শিখাতে ভারতে শুধু ঐক্য কারে বলে,
শিখাতে, কেমনে হয় রাজত্ব-বিধান,
শিখাইতে পশু-বল, নীতি-বলে ভেদ,
শিখাইতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ কেমন।

তুমিও হবে না রাজা, আমিও হব না,
আমাদের ইহ জন্ম প্রজাভাবে যাবে,
তবে কেন নিজ পায়ে মারিব কুঠার ?
রাজার কল্যাণ কেন না চিন্তিব সদা ?"
"লজ্জা ! লজ্জা !" "ধিক্ ! ধিক্ !" "দূর করি দাও"
"নিয়ম ! নিয়ম !" এক মহা গণ্ডগোল
উঠিল সে সভাতলে ; মারিতে চাহিল
সুরেশে কেহ বা তথা ; "এস না ? কেমন—"
সুরেশ বক্তারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানিল।
কেহ না উত্তর দিল, সকলে নীরব,
ক্রমে শান্তি আবির্ভূতা পুনঃ সভাতলে।
আরম্ভিলা বিপিন আবার বলিবারে,
করতালি ঘন ঘন হৈল পুনরায়।
"শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপ্রলাপ,
উত্তর তাহার কিন্তু চাহিনা দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে। তবে যাইতে যাইতে
দুই চারি কথা তা'র সম্বন্ধে বলিব।
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি ; কৌশলে কামান
ভেঁতাইতে পারা যায় ; গোলার অনল
কৌশলে বরফ তুল্য শীতলিয়া যায়।
সংখ্যায় পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,

পঞ্চজন আছি, শূন্যে হইব পঞ্চাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা—শূন্যেতে সকল।
মূলেতে প্রধান রাশি একমাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ করা যায়।
বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিনু কেন
করিলেন; যাহা হৌক সত্বর যাহাতে
পরাস্তি ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অদ্য হোক বিবেচিত।”
বসিলা বিপিনকৃষ্ণ করতালি-মাঝে।

দাঁড়াইয়া কহিলেন কামিনীকুমার,—
“দণ্ডাইনু দ্বিতীয়িতে, ভদ্রলোকগণ,
সসার প্রস্তাব, যাহা করিলা বিপিন।
না অপেক্ষি সমর্থন দুর্ব্বল আমার,
প্রশংসে সবার কাছে প্রস্তাব আপনা।
কি ছার মিছার ভয় করিলা সুরেশ,
ডরিনা তাহাতে আমি; পারি যদি রণে
পরাভবি দেশবৈরি মৌরুসী দুশমন,
ইংরেজ-কর্ব্বুর কুলে, যশো-বৈজয়ন্তী
উড়াইতে ফরফরি ভারত-আকাশে,
তবে সে সফল জন্ম। পরাজয় যদি
স্বদেশ-উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।

ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব না গলে ফাঁসি ; কি ভয় হে তবে ?—
করাইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বস্তু নাহি পারে কেহ।
উচ্চে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সন্তানে
জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক্ সকলে,
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
ভারত-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।”
ঘোর রোলে করতালি হইল আবার,
কামিনীকুমার পুনর্গ্রহিলে আসনে।
কোন্ ভাবে কার্য্যারম্ভ, কি কৌশলে কোথা
কখন করিতে হবে, কিবা আয়োজন,
কোন কার্য্যে কোন জন হইবে নিয়োজিত,
প্রয়াণিবে কোন জন কোন অভিমুখে,
প্রহরণ কি কি চাহি,—গভীরে মন্ত্রণা,
বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে কৈলা সভ্যবৃন্দ।
দংশিল'রে কালফণী সুষুপ্ত মানবে,
শোণিতে মিশিল বিষ!—কে রক্ষিতে পারে ?
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ-সভা, সভ্য-ভুজঙ্গম
যে যার বিবরে গেল গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে মন্ত্রণা নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

নমি আমি, কৃতাঞ্জলি, কবি-গুরু-পদে
বার বার; গাঢ-ভক্তি প্রণোদিত চিতে
আকিঞ্চি তাঁহারে, দাসে না বঞ্চিয়া যাহে,
দয়িয়া কিঞ্চিৎ, প্রদানেন পদ-রজঃ,
কবিত্বের চোরা বালি এড়াইয়া যেন
না উঠিতে বিঘ্নঝড়, পাড়ি জমি' যায়
ভালয় ভালয়। হায়, সদা সশঙ্কিত,
কবিত্ব—প্রবল পদ্মা—তরিব কেমনে!
বিষয়—প্রকাণ্ড, শক্তি—পিপীলিকা সম
পুত্তিকা হ'য়ে চাহি বধিতে বারণে।
ললিত লবঙ্গলতা, মঞ্জুকুঞ্জবন,
বংশীধর দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজায়,
গোপিনীমনোমোহন, গোপী-মন হরি,
হায় রে কলম্ব-কুল মলশা অম্বরে
স্বস্বন স্বননে উড়ে যথা মধুমাসে,
মধু ভাসে, মধু হাসে, মধুময় সব

—এ হেন মধুর পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি শিখিয়াছি, মূঢ়বুদ্ধি আমি ; কিসে
বর্ণনিব ভারতের উদ্ধার বারতা ?
কবিগুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত বিফল
হইবে প্রয়াস,—ভয়ে হতেছি বিহ্বল।
তাই ধ্যানি, সকরুণে, কবিগুরু, আমি।
কিন্তু কে সে কবিগুরু, যার ধ্যান করি ?
নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌরাণিক কেহ,
সুমিল-পদ-সূদন শ্রীমধুসূদন
—মৃত, তবু শ্রী যাহার না যাইবে কভু
—নহে ত এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র,
নবীন, প্রবীন কিংবা ; কেহই সে নহে।
বাস্তবিক কবিগুরু বলিয়া জগতে
কাহারেও নাহি মানি। কেন বা মানিব ?
আপনি লিখিব কাব্য পরিশ্রম করি,
সুযশ অযশ যাহা হইবে আমার,
অনাদৃত কাব্য যদি, মুদ্রাব্যয় মম,
তবে কেন অন্য জনে গুরু হেন মানি ?
তথাপি এ স্তুতি ধ্যান করিলাম কেন
সুধাও আমারে যদি, অবশ্য উত্তর
সন্তোষ-জনক তার প্রদানিতে পারি ;
—গ্রন্থ-কলেবর শুধু করিতে বর্দ্ধন।

এখন (ও) রজনী আছে। নীরব অবনী,
শান্তির কোমল কোলে প্রকৃতি সুন্দরী,—
সুকুমারী চিরবালা দিনের বেলায়
সারাদিন খেলা-ধুলা নিতি নিতি করি,
ধাতার আদুরে মেয়ে, হাসি মাখা মুখে,
(অলকার পাশে পাশে মুক্তা বিন্দু হেন
স্বেদ-বিন্দু শোভা করে) শ্রান্তি দূর করে,
গাঢ় ঘুমে অচেতন, আজিও তেমতি
ঘুমাইছে। দেবকন্যা তারকার দল,
(ইহুদি জিনিয়া রূপে) দিবাভাগে যারা
লোক লাজ হেতু থাকে অন্তঃপুর মাঝে,
উন্মোচি গবাক্ষ যত স্বর্গ নিকেতনে,
দেখিতেছে, বাড়াইয়া শ্রীমুখমণ্ডল,
কেমন এ মর্ত্ত্যভূমি—
না পড়িতে তোপ,
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভারত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
সভার মন্ত্রণা স্মরি নিদ্রা পরিহরি,
কোঁচান কাপড় কেহ করি পরিধান,
পুরিয়া পিরাণ গায়, কোঁচান উড়ানী
বুকের উপরে বাঁধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,

যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত উদ্ধার-ব্রতে উৎসৃজিল তনু,
বাহিরিল গৃহ হৈতে! হায় রে সে সাজে
কন্দর্প ভুলিয়া যায়, জয় কোন ছার!
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেশে চলিল সকলে।
সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীর,
রমণী, মোহিনী আর কিশোরীমোহন।
কাটাইল বহুতর সুন্দরীর গাছ
সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগরে।
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুয়ার বনে গেল বাঁশ কাটাইতে।
দিনাজপুরের অন্ত ছাড়াইয়া তারা
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ইতি আদি
কত দেশে কত বাঁশ করিয়া সংগ্রহ,
মহানগরীতে শেষে আসিল ফিরিয়া
বহুদিন পরে। হেথা উত্তর-পশ্চিমে
ছাতু আর লঙ্কা যত যেখানেতে মিলে,
সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় কে করে গণন,

ভারতের প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ যত, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, কি আছে বস্তায়,
কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা ?
বিপিন বলিল, "ছাতু, খাইবার বস্ত,
বাণিজ্য উদ্দেশে যা'বে আফগান দেশে।"
ইংরেজ না ভুলি তায় বলিল বিপিনে
পরীক্ষিতে হবে ইহা নতুবা ছাড়িয়া
দিবনা একটা বস্তা। তথাস্তু বলিয়া,
নিয়ম করিয়া পরে এক মাস কাল,
বিপিন চলিয়া গেল আফগানস্থানে।
সীমান্ত-রক্ষক ছিল মিষ্টার ডনশ,
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া
এক এক করি, তার তথাপি সংশয়
না মিটিল। রাসায়ন পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,
তাদের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া।
বহু পরীক্ষার পরে ডনশ-সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল—'দহ্যমান নহে'।
বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, রক্ষণ-পীড়ন।
নিয়ম হইল এই—আমীরের রাজ্যে

বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর তরে
অবারিত, হৈলে পরে ভারত উদ্ধার,
ভারতের অর্দ্ধ অংশ আমীর পাইবে।
ঠিক এই মর্ম্মে সন্ধি পারস্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে, ভারত সীমায়,
ছাতু লইবারে ফিরে আইল, লইল।
আরবের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে,
সুএজ-খালের ধারে অযুত গুদাম
ভাড়া করি, ছাতু দিয়া বোঝাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।

হেথা কলিকাতা ধামে মহা হুলস্থূল,
ইংরেজ অসন্দিহান কিন্তু বরাবর।
ব্যাপৃত কামার যত বঁটি নির্মাণে,
সুন্দরীর কাষ্ঠে বাঁট গড়িছে ছুতার,
বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারী।

চিতপুর-খাল-ধারে কুম্ভকার দল
মাটী তুলিবার ছলে, সুড়ঙ্গ কাটিয়া
চলিলা গড়ের মুখে। গড়ের তলায়
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে, লঙ্কা স্তূপাকৃতি
বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশিযোগে।
কেহ না জানিল বার্ত্তা, না সুধায় কেহ।
বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে,

সব কিনি, সল্‌তে তার ছিঁড়িয়া লইয়া,
পটকা লঙ্কার স্তূপে মিশাইয়া দিয়া,
রক্ষিত সল্‌তের সূত্র সুড়ঙ্গের মুখে।
দিবা নাই, রাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্যোগ,
শেষ হইল এক দিন কার্ত্তিক মাসেতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্‌যোগো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

বাঙ্গালায় বিভাবরী হইল প্রভাত !
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন সুনবীন ভাবে,
ভাবী-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।

কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ, আশঙ্কা, আশা, নৈরাশ্য পর্য্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তারা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন, সুস্বপ্ন" বলি প্রণয়িনী কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি চাপি!

দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাতে যখন
বিপিন বিশুষ্কমুখ, উঠিলা বসিয়া
প্রণয়িনী পদপ্রান্তে ; ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত

হয় বুঝি ; আর বুঝি ও মুখ কমল
হাসিবে না এ অভাগা-মুখপানে চাহি,
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে।
এক মাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুতলি ?
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।
"সে কি প্রাণনাথ ! এ কি কুলক্ষণ ?"
উঠিয়া বসিল সতী, পতি-কর ধরি,
কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায় ! কি দুঃখে বা কান্দ ?
নাহিক চাকুরী, তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার !
অবশ্যই কোনমতে দিন কেটে যাবে।
"তা' নয় প্রেয়সি'" বলে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হায় রে যেমতি

নব-বর্ষা-সমাগমে—"তা নয় প্রেয়সি
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাস্তিয়া তাঁরে, সফল-জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতাধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।"
"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে"—চমকে বিপিন,
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ তার কাঁটা দিয়া উঠে—
"দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হতেছে হেন, সহিবে কেমনে?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে কি আর উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ লব শির পাতি;
আমি তব চিরদাসী।" "ভয় নাই, সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা কদাপি!

কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে,
নিশ্চিত যাইব রণে, উদ্যম ভাঙ্গিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।"
"ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন?"
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রা-কালে নেত্রজল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোনও কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।"
"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু ভাতে ভাত তবে দিই চাপাইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে!"—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।

তাড়াতাড়ি স্নান করি বঙ্গবীরবৃন্দ
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে ভাত দুটো
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাঠে
বিল্বপত্র চর্ব্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

যাত্রা করি একে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইল সকলে।
তারিত আইল বার্ত্তা "ফেলা হইয়াছে,"—
বুঝিলা সে বীর-বৃন্দ; নিরূপিত দিনে
পূর্ব্বের সঙ্কেতমত, সুয়েজে যে ছাতু
বিপিন আসিয়াছিল সঞ্চিত করিয়া,
তথাকার কর্ম্মচারী গাঢ় নিয়োগে
সে সব নিক্ষেপিয়াছে, সুয়েজের খালে,
শুনিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে।
আনন্দে বিষম রোলে হৈল করতালি,
"জয় ভারতের জয়" শব্দ সভাতলে ;—
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে।

চলিলা সে যোদ্ধৃদল মহাতেজে ভরি।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশদণ্ডোপরি,
রঞ্জিত বাসন্তি রঙ্গে, মদন-মূরতি
সুলাঞ্ছিত, ভারতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকার শ্রেণী; আহা পত পত স্বনে,
সঞ্চারি অরাতি-হৃদে কালান্তের ভয়।
বাজিতেছে রণ-বাদ্য—তবলার চাটি,
(কটিতে আবদ্ধ যাহা) মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সেতার, ফ্লুট, বীণ, ঘুঙ্গুরের সনে
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চৌদিকে।

প্রত্যেক যোদ্ধার করে সীম পিচকারী,
কাহার বা বঁটা হাতে,—চলে বীরদাপে,
কাঁপাইয়া শত্রুহিয়া কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ,
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে।
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায় রে যেমতি
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভিদল গোষ্ঠের সময়ে।
গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি। অপূর্ব্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্রপ্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি, শ্রবণ অন্তরে,
করাল কাতির দিয়া দাড়াইলা সবে
পটকা এক এক হাতে। বিপিন আদেশে,
প্রসারি দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যার,
সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া
সকলে পটকা ধারি, সংযোজি অনল
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।
ভাবিয়া তামাসা কিছু হইছে বাহিরে,
ইংরেজ সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে
—হায় রে না জানে তারা, অদৃষ্টের বশে,
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে।

সিকতা-মিশ্রিত জলে পূরি পিচকারী
হানিল বাঙ্গালী সৈন্য ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি, কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি,
পলায় গড়ের মধ্যে ইংরেজের দল।
পুনশ্চ ইংরেজ-সৈন্য বাহিরিল বেগে,
সসজ্জ সশস্ত্র এবে; বন্দুক, শঙ্গিন,
ঝকমকি ঝলসিল বাঙ্গালী নয়ন,
কোষের ভিতর হয় কিরিচ-ঝঞ্চনা
বাঙ্গালী হৃদয়ে ভীতি উপজি ক্ষণিক।
সেনাপতি-আদেশেতে, অরাতির দল
করিল আবাজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়—
বাঙ্গালী অর্দ্ধেক সৈন্য পড়ে মূর্চ্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
অর্দ্ধবল, আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গের মুখে সল্‌তে ছিল সুরক্ষিত,
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
চটপট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর,
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ
সৈন্যশ্রেণী দাঁড়াইয়া, ক্ষিতি বিদারিয়া

গর্জ্জিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা-দগ্ধ করি,
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশ দিক্,
প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
নাসারন্ধ্রে, গলে, হায়! খক্ খক্ খকে
কাসাইল শত্রুদলে; ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে
হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।
তদুপরি বালি-জলে পড়ে পিচকারী
কাতর ইংরেজ-কুল; স্খলিয়া পড়িল
হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙ্গালী সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।

সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমণী—
কাহার চসমা চক্ষে, গৌন-পরা কেহ,
কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দর
মখমলে ঊর্ণা-ফুল,— দাঁড়াইয়া ছাদে
এ উহারে দেখাইয়া বীর্য্য বাখানিছে,
কেহ বা হেরিয়া মুগ্ধ, দেখিছে নীরবে;
মোহন হাসির ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষা করে বাঙ্গালী উপরে।
ধন্য রে বাঙ্গালী-শিক্ষা! ধন্য রে কৌশল।
ধন্য রণ বাঙ্গালীর! ধন্য বীরপনা!
বিচিত্র সাহস তার কেমনে বাখানি।

স্তব্ধ দেব দৈত্য দেখি বাঙ্গালী-বীরতা।
অস্ত্রহীন অরিকুল, ব্যাকুল ভাবিয়া,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের অন্তরে,
করিল মন্ত্রণা ঘোর অৰ্দ্ধদণ্ড কাল।
পুনঃ জয় জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয় ভারতের জয়" কাঁপিল ইংরেজ।
মাচায় অৰ্জ্জিয়াছিল অলাবুর লতা,
পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যঞ্জনের তরে
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি
অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির।
অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।
ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙ্গালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু-প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙ্গালীসৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি-বদন লক্ষ্যি; অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বহু,

রণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বটি হস্তে করি
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক্ হারিল ইংরেজ।
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকীল সম্মতি দিল ; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া ; থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে ভারতের করিবেক সেবা।
—যে যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত,
ভারত-উদ্ধার যবে হৈল হেনমতে।
হউক্ বা না হউক্ ভারত উদ্ধার,
চারি আনা পাই, সদ্য এই উপকার।
ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ রামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার কাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ভূমিকা।
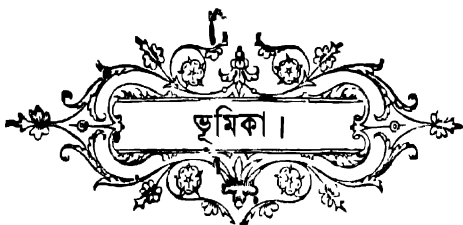
নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত গ্রন্থের পূর্ব্বেই ভূমিকা লিখিয়া আসিতেছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তির পরে ভূমিকা লেখার প্রথা আমিই প্রবর্ত্তিত করিব ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু লোকে যতদূর ভাবে, কার্য্য ততদূর ঘটিয়া উঠেনা বলিয়া ভূমিকা পূর্ব্বেই বসিল।

হোমার, বাল্মীকি, বর্জ্জিল, ব্যাস, সেক্সপীয়র, কালিদাস, গেতে, দান্তে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাইরণ, শেলি, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতি মহা মহা কবিগণ—রচনা দূরের কথা—কল্পনাতেও যাহা আনিতে পারেন নাই, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত ছিল। বলিলে অনেকে বিশ্বাস না করিতেও পারেন, কিন্তু সত্য করিয়া বলিতে পারি যে ফলে এই কাব্য যতই মন্দ হউক না কেন, মনে মনে জগতের কোন কবি অপেক্ষা নিকৃষ্ট রচনা না করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ লিখিবার ইচ্ছাটাও করিয়াছি, এ বড় সামান্য যোগ্যতার কর্ম্ম নহে।

মোট কথা—যদিও ইহাতে কড়ি ও কোমলের ন্যায় " স্তন " নং ১, " স্তন " নং ২, " চুম্বন, " " বিবসনা " প্রভৃতি সুরুচি সঙ্গত কবিতা লিখি নাই, তথাপি তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রেমাত্মক এক আধটী কবিতার অভাব হইবেনা। মন্দ লোকের মন্দ ভাব—আমার মনে পাপের লেশমাত্র নাই।

সুজন পাঠক!—তুমি যতই দুর্জ্জন হওনা কেন, যখন আমার কাব্য পাঠ করিতেছ তখন নিশ্চয়ই তুমি সুজন;—অতএব গ্রন্থকারদিগের কৌলিক প্রথানুসারে পুনশ্চ বলিতেছি—হে সুজন পাঠক, তুমি তোমার পত্নীর সমক্ষে অবলীলাক্রমে এই " মিঠে কড়া " নামক মহাকাব্য পাঠ করিতে লজ্জা বোধ করিবে না। এবং হংহো পাঠিকে তুমিও তোমার স্বামীর নিকট আদি ব্রাহ্মমতে এই পুস্তক পড়িতে পারিবে। পড়িলেই বুঝিবে রবি আমার কবলে কি না।

রাহু।

বলিতে ললিত কথা,
গাইতে ললিত গান,
লিখিতে ললিত গাথা,
তুলিতে "তরল তান",

হাসিতে মধুর হাসি,
নাচিতে পুলক ভরে,
কেমনে পারিব আমি
সুকবি না হ'লে পরে।

ফোটাব ভাবের ফুল,
জোটাব কথার ঢেউ,
সাগর গড়িব কুন্তে,
ডুবে কি মরিবে কেউ?

"কড়ি ও কোমল" পড়্
"পূরো স্বর" চাস্ যদি।
পড়ে যা আমার টোলে
দেখে যা কবিত্ব নদী।

সে যে রবি—আমি রাহু,
তুল্য মূল্য সবাকার।
ধনী সে—দরিদ্র আমি,
সে আলো—এ অন্ধকার!

মথুরায়।

মিশ্রকাফি—একতালা।

(৩৪—৩৬ পৃষ্ঠা পড়িয়া)

দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়।"
সুমধুর কথাগুলি
সুললিত পদাবলী
কড়ি কি কোমল বলি ?
—ঠিক করা হ'লো দায়
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়।"
একে রবি, তায় কবি,
তায় মথুরার ছবি,
তায় প্রাণ খায় খাবি,
বাঁশরী বাজেনা তায়।
বাজ তোর পায়ে পড়ি
বাজরে কোমল কড়ি

কচুবনে গড়াগড়ি
নহিলে যাইবি হায় !
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায় ।"
"একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে"—
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে
হেন সন্ধি শুনি নাই !
ব্যাকরণ হারায়েছে
শুধু এক বাঁশী আছে
ভয় হয় কবি পাছে
হারাইয়া ফেলে তাই ।
এ শিঙা হারালে পর
কি করিবে কবিবর
কি বাজাবে অতঃপর
ভেবে দুঃখে হাসি পায় ।
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম " মথুরায় "!!

(১৪ পৃষ্ঠা পড়িয়া)

"পুলক নাচিছে গাছে গাছে"

মানুষের মনে মনে
এতদিন ছিলে ভাল।
কেনরে পুলক আজ
তোমার এ দশা হলো?
কবির লেখনী অগ্রে
কি জানি কি শক্তি এ যে!
গাছে গাছে নেচে নেচে
ভ্রমিতেছ যার তেজে!!

(২)

নাচিতেছ কোন্ গাছে
কোথায় সে গাছ আছে
না জানি কেমন গাছ—হায়রে কপাল!
শেওড়া কি সহকার
ঠিক করে সাধ্য কার?
তাল নারিকেল কিম্বা খর্জ্জুর কাঁঠাল?

কিম্বা নাচ ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্রতর-তরু-শিরে
আকন্দ, এরণ্ড, ঘেঁটু—এর কোন্‌টীতে ?

বিচুটী কি আলকুশী,
কোথা তুমি থাক খুসী ?
ছোট গাছ বলে বুঝি চাহনা বলিতে !

ওল, কচু, কাঁটানটে,
এরাও তো গাছ বটে,
পুলক নাচিছ শিরে এর মধ্যে কার ?

তেশিরে কি মনসার ?
শুধু নাম করা ভার
—উদ্দেশে প্রণাম করি—বলনা এবার।

ধুতুরায় নাচ কিরে ?
কচি কচি বংশ শিরে ?
নয় রাঙচিত্র গাছে—কিম্বা বাবলায় ?

ওই যা হয়েছে ভুল !
জাতি আদি যত ফুল
তার মধ্যে নাচ তুমি কাহার মাথায় ?

যেমন আমার মন
ভাবি নাই এতক্ষণ
গোলাপ, টগর, যুঁই, মল্লিকা, মালতী।
জানিনা পুলক নাচে
এর মধ্যে কোন্ গাছে,
সুধালে পুলক হায় কহেনা ভারতী !

(৩)

জানিতে চাহিনা আমি সুধাবনা আর,
নাচ তুমি, যথা ইচ্ছা কবি-কল্পনার।
না জলে না মৃত্তিকায়, নাচ তুমি গাছে,
এই শুনে প্রাণ মোর পরিতুষ্ট আছে ॥

নবরত্ন।

প্রথম রত্ন। ১০৩ পৃষ্ঠা।

মাগো আমার লক্ষ্মী
মনিষ্যি না পক্ষী
এই ছিলেম তরীতে
কোথায় এনু ত্বরিতে।

কাল ছিলেম খুলনায়
তাতে ত আর ভুল নাই !
কলকেতায় এসেছি সদ্য
বসে বসে লিখ্‌চি পদ্য।”—রবি

ভেলা মোর বাপ্‌ আচ্ছা মন্দ !!
“মন্দ বড় বাছের বাছ,
ঠেস্‌ দিয়ে আমরুলের গাছ,
দেখেছেন পাঁকাটী;
লেগে গেছে দাঁত কপাটী !”
আয় তোরা কে দেখ্‌তে যাবি,
ঠাকুর বাড়ী মস্ত কবি !!
হায়রে কপাল হায়রে অর্থ !
যার নাই তার সকল ব্যর্থ !!—রাহু

দ্বিতীয় রত্ন—১০৬ পৃষ্ঠা।

“তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম।
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছি কেবল বক বকম।

আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেক্‌চে কেমন ফাঁকা ফাঁকা।
তাই খানিকটে ফোঁস ফোঁসিয়ে
"বিদায় হলো রবি কাকা"—রবি

উড়িস্‌নে রে পায়রা কবি
খোপের ভেতর থাক্‌ ঢাকা।
তোর বক্‌ বকম আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা!
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হলো
নগদ্‌ মূল্য এক টাকা!!!—রাহু

তৃতীয় রত্ন—১০৮ পৃষ্ঠা।
"চোখের আড়াল, প্রাণের আড়াল
কেমনতর ঢং এ গো।
তোমার প্রাণ স্নেহ-পাষাণ সম
জানি সেটা long ago."—রবি

কেমন ভাষা, বিদ্যা খাসা
দেখ কেমন সং এ গো।
রোগা হাড় তাই বেঁচে গেল
প্রমাদ অঙ্‌ বঙ্‌ খঙে গো (embonpoint)

চতুর্থ রত্ন—১০৯ পৃষ্ঠা।

বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই
মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই
শূন্য চেয়ে ততই ভাবি
সকলি ভোজ বাজি এ।
ফিলজফি মনের মধ্যে
ততই উঠে গাঁজিয়ে"—রবি

মেঠের বাছা যষ্ঠীর দাস
সুখে থাক বারো মাস
সইতে না হয় তোমায় যেন
"ফিলজফির গাঁজানি।"
কার হাঁড়ীতে ফেন খেয়েছ,
গাঁজা গোজা সব সয়েছ,
বড় বিদ্যা ছরকুটেছ
গন্ধে বেরোয় পরাণি।—রাহু

পঞ্চম রত্ন—১২২ পৃষ্ঠা।

"জলে বাসা বেঁধেছিলাম
ডেঙ্গায় বড় কিচি মিচি।
সবাই গর্ব্ব জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছি মিছি।

জানতো ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত।
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই
ভাসি দিন রাত॥"—রবি।

মাছ সেজেছ, বেশ করেছ
"জলচরের জাত।"
আর ভেসোনা আর ভেসোনা
হবে কুপো কাত॥
কতই সাধ যাচ্ছে কবির
আহা মরে যাই!
পায়রা ছিল, মাছ হয়েছে,
মাচ্ছে উড়ো ঘাই।
কবি তুমি মানুষ বটে
হ'লে পায়রা মাছ।
গেলে, স্থলে, শূন্যে, জলে,
বাকি কেন গাছ?—রাহু

ষষ্ঠ রত্ন—১১৯ পৃষ্ঠা।

ধার করা নাম নেবো আমি
হবেনা ও সিটা।

জানই আমার সকল কাজে
Originality. "—রবি।

মৌলিকতা পথের ধারে
গড়াগড়ি যায়।
ও তার অনুবাদের বিষম ঠেলায়
ব্রহ্মা লজ্জা পায়॥

চুণোগলি হার মেনেচে
মৌলিকতা দেখে।
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে
রবি ঠাকুর লেখে॥—রাহু

সপ্তম রত্ন।

পোঁতা -১১১ পৃষ্ঠা; কুঁড়ে (অলস অর্থে) ১০৬ পৃষ্ঠা

ওরে বাঁবা "কুঁড়ে" কিঁরে ?
"পোঁতা" বঁলে কাঁরে।
ঠাকুর ঘরের কবির কথায়
শূর্পণখা হারে॥—রাহু

অষ্টম রত্ন।

" আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যবসা।
থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে
মথুরকুণ্ডু শিবুসা।"—রবি

ও জেলে ভাই জাল টেনে নাও
পদ্য লেখা কি সোজা।
ভাবের চোটে, পাহাড় ফাটে
যা পদ্য যা মিলে যা॥—রাহু

নবম রত্ন।

" রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে"—১৩০ পৃষ্ঠা।

অনেক মেয়ে সতী আছেন ধরা পড়েছে রাধা॥
অনেক জন্তু বোঝা বয় ধরা পড়েছে গাধা।
অনেক কবি কাব্য লেখে স্বভাব কবি তুমি।
অনেক মিঞা গণ্ডমূর্খ ধরা পড়িছি আমি॥—রাহু

গান।

তোরা শুনে যা,
আমি গান গে'তেছি।
আমার গলা ফেটে যায়
তোরা, বসে করিস কি ?

আমার নয়কো যে সে গান
এতে নাচিয়ে দেযায় প্রাণ
গানের কথায় কথায় ভাব পোরা,
গানের নূতন ধরণ শোন্ তোরা ॥

তোরা, দেখেযা দেখেযা, শুনেযা শিখেযা
কেমন গানের তানের ঢেউ।
আহা, ফুলের রাশিতে, চাঁদের হাসিতে
অরুচি ধরাতে পারেনি কেউ।
ওরে, এতদিন ধরে পারেনি কেউ ॥

যদি সব পুরাতন, এওতো নূতন
এতেও অরুচি ধরায়েছি।
তবে দেখ্‌রে বিচারি কত বাহাদুরি,
বেঁচে থাকি আমি যাই বলিহারি ॥

(২)

'গানে, কি দুখ হ'তো।

ফুলের রাশি, চাঁদের হাসি যদি দেশে না থাকিত ॥

নিথর কি ফুল্ল কথা, যদি না থাকিত হেথা,

নিঝুম রেতে মুখানি থুয়ে জোছনা নাহি ঘুমা'ত ॥

যমুনা যেত শুকায়ে, চাঁদিনী যেত লুকায়ে,

চাঁদের বংশের হতো ধ্বংস, অমিয়া ধুলায় গড়া'ত ॥

মলয় যদি প্রণয় আশে, না ভ্রমিত আকুল শ্বাসে,

জন্ম ভ'রে পিউ পিউ ক'রে পাপিয়ার গলা ভাঙ্গিত ॥

নিরালা গোলাপবালা, যদি বন না কত্তো আলা

না যদি ভ্রমরা-সাথে নলিনী সখী নাচিত।

পথ হারা বাঁশীর তান, যদি না কাঁদাত প্রাণ,

গান বাঁধার বাজার, হতো আঁধার, 'এধার ওধার'

মারা যেতো ॥

—

"ঙ" বন্দনা।

মাথায় পাগড়ী সার
Brief-less Barrister*
ক বর্গে পঞ্চম বর্ণ
"ঙ" রে আমার।
সাহিত্যের আদালতে
দেখি নাই কোন মতে
অন্যের আশ্রয় বিনা
স্বাতন্ত্র্য তোমার ॥
চিরদিন তব রোগ
অন্যের সহিত যোগ
একা দেখা নাহি দিতে
সম্মুখে সবার।
কোথায় পাথর চাপা
সঙগোপনে ছিলে বাপা
এতদিন ছিল তব
বিরল প্রচার।
উন্নত সাহসী কবি
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
এতদিনে করিলেন
তোমার উদ্ধার।

---

* থুড়ি। ব্যারিষ্টারের পাগড়ী থাকে না। পেটিফগিং প্লীডার বলিলে সামলা থাকায় কথঞ্চিৎ চলিত।

"সংস্কৃত" কথা ছিল
এবে সঙস্কৃত হলো
এই বারে মারা যাবে
আঙ্গ অনুস্বার ॥
রাঙা, ভাঙা, সঙগে রঙগে
নূতন এসেছে বঙগে
নব শোভা সর্ব্ব অঙগে
বাঙলা ভাষার ॥

মৌলিকতা Originality দেখে যাও।
যাহা কোন কবি ভাবে নাই, সরস্বতী স্বপ্নে দেখে নাই,
বিশুদ্ধ রুচি সঙ্গত।

ঈশ্বরের প্রেম।

ইহা রথযাত্রা কি জলযাত্রা হইতে ফিরিয়া লেখা হয় নাই;
মুদির দোকানে এক সের, আধ সের, এক পোয়া,
আধ পোয়া, প্রভৃতি যথাক্রমে উপরি উপরি
সাজান দেখিয়া লিখিত হইল।

একসের হ'তে ছটাকের সিকি
সারি সারি রাখা তবকে তবকে
যেন যুবতীর কুচ একতর
প্রলয় ঘটায় পলকে পলকে।

মুদি যেন এক যুবতীর স্তন
চারু বাটখারা রূপে,
যুবকের মন করিতে ওজন
রাখিয়াছে চুপে চুপে।

শ্রীফল দাড়িম্ব বিফল সেসব
কুচের প্রকৃত তুলনা এই।
মুদির দোকানে এরূপ সাজান
দেখেছে যে জন বুঝিবে সেই॥

রমণীর স্তন সুন্দর কেমন
গঠনে কৌশল কত।
দুগ্ধের বিটপী রসের ভাণ্ডার
বিধাতার মনোমত।

কি আশ্চর্য্য প্রেম পিতার অন্তরে
কেমন মহিমা তাঁর!
হেন স্তন তিনি রচিলা হেলায়
কিবা শিল্প চমৎকার।

দেখি বাটখারা ভাবিলাম স্তন
স্তন ভেবে স্মরি পরম পিতায়।
ভাবের সংসর্গ * বিচিত্র কেমন
কবির কল্পনা কি বিচিত্র হায়!!

---

* Association of Ideas.